

সুধারণার বরকত সমূহ

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতমির সুন্নাতে ভরা বয়ান



সুধারণার বরকত সমূহ

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
 أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى الْإِكِّ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى الْإِكِّ وَأَصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللَّهِ
 نَوَيْتُ سُنَّتَ الْإِعْتِكَافِ

(অর্থাৎ আমি সুল্লাত ইতিকাকফের নিয়্যত করলাম।)

দরুদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম, নবী মুকাররম, শাহে বনী আদম
 صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে (ব্যক্তি) আমার উপর এক বার দরুদ
 শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি
 গুনাহ ক্ষমা করেন এবং দশটি মর্যাদা উন্নীত করেন।” (নাসায়ী, ২২২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১২৯৪)

ইয়া নবী! তুঝ পে লাখো দরুদ ও সালাম, মুঝ কো হে নায কে মেঁ হেঁ তেরা গোলাম।
 আপনি রহমত তে তু শাহে খাইরুল আনাম, মুঝ সে আ'ছি কা ভি নায বরদার হে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

* দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। * হেলান দিয়ে
 বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব।
 * প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব। * ধাক্কা
 ইত্যাদি লাগলে দৈর্ঘ্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা
 থেকে বেঁচে থাকব।

* **اُذْكُرْ اللهَ، صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!** ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। * বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

বয়ান করার নিয়ত সমূহ

* হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরুদ ও সালাম পড়াব। * দরুদ শরীফের ফযীলত বলে **صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!** বলব, তখন নিজেও দরুদ শরীফ পাঠ করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। * সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করব। * ১৪ পূরার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: **أَذِّمُوا إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ** (কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ব কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই ফরমানে মুস্তফা **يَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً: صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** “অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌছিয়ে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।” এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। * সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। * কবিতা পাঠ করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। * মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। * অউহাসি দেয়া এবং অউহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। * দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

পঙ্গু চলাফেরা করতে লাগলো

একবার ডাকাতির একটি দল লুটপাট করার জন্য বের হলো, ঐ সময় তারা একটি মুসাফিরখানায় অবস্থান করলো এবং সেখানে তারা প্রকাশ করলো যে, আমরা আল্লাহ তাআলার রাস্তার মুসাফির। মুসাফিরখানার মালিক নেককার ছিলেন, তিনি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে তাদের খুব খেদমত করলেন। সকালে ঐ ডাকাতরা অন্য কোথাও রাওয়ানা হয়ে গেলো এবং লুটতরাজ করে সন্ধ্যায় এখানে ফিরে আসলো। গত রাতে মুসাফিরখানার মালিকের যে ছেলেটিকে চলাফেরা করতে অক্ষম ছিলো, আজ সে একদম ভালভাবে চলাফেরা করছে। তারা খুব আশ্চর্য হয়ে মুসাফিরখানার মালিককে জিজ্ঞাসা করলো: এটা কি ঐ পূর্ণ পঙ্গু ছেলেটি নয়? সে খুব সম্মানের সাথে উত্তর দিলো: জ্বি, হ্যাঁ! এটা সে। জিজ্ঞাসা করলো: সে কিভাবে সুস্থ হয়ে গেলো? উত্তর দিলো: এগুলো সব আপনাদের মতো আল্লাহর রাস্তায় সফরকারীদের বরকত। কথা হলো এটাই যে, আপনারা (গতকাল রাতে) যা খেয়েছিলেন তার মধ্যে কিছু অবশিষ্ট ছিলো। আমি আপনাদের উচ্ছিষ্ট খাবার শিফার নিয়তে আমার পঙ্গু বাচ্চাকে খাইয়েছি এবং উচ্ছিষ্ট পানি তার শরীরে মালিশ করেছি। আল্লাহ তাআলা আপনাদের মতো নেক বান্দাদের উচ্ছিষ্ট খাবার ও পানির বরকতে আমার পঙ্গু বাচ্চাকে সুস্থ করে দিলেন। যখন ডাকাতেরা এটা শুনলো, তখন তাদের চোখ থেকে অশ্রু বের হয়ে গেলো। তারা কাঁদতে কাঁদতে বললো: এগুলো সব আপনার সুধারণারই ফলাফল, অন্যথায় আমরা তো মারাত্মক গুনাহগার। শুনুন আমরা আল্লাহর রাস্তার মুসাফির নই, আমরা ডাকাত! আল্লাহ তাআলার এই দয়ায় আমাদের অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন করে দিয়েছে। আমরা আপনাকে স্বাক্ষী রেখে তাওবা করছি। অতঃপর তাওবা করে ঐ লোকেরা নেকীর পথ অবলম্বন করলো। আর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সেই তাওবার উপর অটল ছিলো। (কিতাবুল কলইয়্বী, ২০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।
 اٰمِيْنَ بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَكْمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

ফয়যানে সুন্নাতের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুধারণার বরকতে ভরপুর বর্ণিত মহান ঘটনা “ফয়যানে সুন্নাত” প্রথম খন্ডে রয়েছে। ফয়যানে সুন্নাত প্রথম খন্ড শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর লিখিত অনন্য কিতাব। ফয়যানে সুন্নাত প্রথম খন্ডে ৪টি অধ্যায় রয়েছে (ফয়যানে **بِسْمِ اللَّهِ**, খাবারের আদব, পেটের কুফলে মদীনা এবং ফয়যানে রমযান), ফয়যানে সুন্নাত প্রথম খন্ড ১১২৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত। ফয়যানে সুন্নাত প্রথম খন্ডের প্রথম অধ্যায় “ফয়যানে **بِسْمِ اللَّهِ**” পাঠ করার ফযীলত জ্বিন থেকে আসবাবপত্র সুরক্ষা রাখার পদ্ধতি, জ্বরের পাঁচটি মাদানী চিকিৎসা, মাথা ব্যথার সাতটি চিকিৎসা, স্বপ্ন বর্ণনা করার দলীল ইত্যাদি সম্বলিত। ফয়যানে সুন্নাতের প্রথম খন্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় “খাবারের আদব” খাবারের সুন্নাত ও আদবের পাশাপাশি হাতে খাওয়ার ডাক্তারী উপকারীতা, ঠেস লাগিয়ে খাওয়ার ডাক্তারী ক্ষতি, জ্বিনেরা লেবুকে ভয় পায়, বিভিন্ন রকমের ৯৯ ঘটনা, মরহুম নিগরানে শূরা হাজী মুহাম্মদ মুশতাক আত্তারী **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** এর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং আমীরে আহলে সুন্নাতের শাহজাদা আবু উসাইদ, হযরত মাওলানা হাজী উবাইদ ওয়া আত্তারী আল-মাদানী **مد ظله العالی** কে আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর পক্ষ থেকে লিখিত একটি চিঠি ইত্যাদি সম্বলিত। ফয়যানে সুন্নাত প্রথম খন্ডের তৃতীয় অধ্যায় “পেটের কুফলে মদীনা” ক্ষুধার ফযীলতের পাশাপাশি ৫২টি ঘটনা সম্বলিত। ফয়যানে সুন্নাত প্রথম খন্ডের চতুর্থ অধ্যায় “ফয়যানে রমযান” রমযানের ফযীলতের পাশাপাশি তারাবীহ, লাইলাতুল কুদর, ইতিকাফ, ঈদুল ফিতরের ফযীলত এবং নফল রোজার ফযীলত, রোজাদারদের ঘটনা এবং ইতিকাফকারীদের ৪১টি মাদানী বাহার সম্বলিত। ফয়যানে সুন্নাত প্রথম খন্ড অনেক সহজ পদ্ধতিতে লিখার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে অল্পশিক্ষিত ইসলামী ভাই ও বোনও সহজেই বুঝতে পারে। ফয়যানে সুন্নাত প্রথম খন্ডে মুবাল্লিগ ও মুবাল্লিগার পাশাপাশি আলীম, ওয়ায়েজীন, খতীব, বক্তা, লেখক ইত্যাদির জন্য খুবই উপকারী।

ফয়যানে সুন্নাত প্রথম খন্ডের যে সমস্ত সৌভাগ্যবান ইসলামী ভাই বা ইসলামী বোন কমপক্ষে ৪০ দিন প্রতিদিন ২টি দরস দেয়, তাদের জন্য কিতাবের সাওয়াব ইছাল করা হয়েছে। ফয়যানে সুন্নাত প্রথম খন্ডের যে সব সৌভাগ্যবান ইসলামী ভাই বা ইসলামী বোন ১৬৩ দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ পাঠ করে নেয়। তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার ওলি, আমীরে আহলে সুন্নাত **وَأَمَّا بِرَبَّكَاتِهِمْ الْعَالِيَةِ** এর পক্ষ থেকে ঈমানের স্থায়িত্ব, মৃত্যুর যন্ত্রণার মধ্যে নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর যিয়ারত, কবর ও হাশরের শান্তি, বিনা হিসাবে ক্ষমা এবং জান্নাতুল ফিরদৌসে মাদানী হাবীব **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর প্রতিবেশী হওয়ার দোয়া রয়েছে। ফয়যানে সুন্নাত প্রথম খন্ড মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করা যাবে। ফয়যানে সুন্নাত প্রথম খন্ড দা'ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** এ বিনা মূল্যে পাঠ করা যাবে, ডাউনলোড ও প্রিন্ট আউটও করা যাবে। ফয়যানে সুন্নাত প্রথম খন্ড যদি কোন হৃদয়বান ইসলামী ভাই তার মরহুমদের ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে ক্রয় করে মসজিদ, মাদ্রাসা, অফিস, স্কুল-কলেজে ওয়াকফ করে বা দরস দাতাদের তোহফা দেয়, তবে **إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ** সাওয়াবের ভান্ডার হয়ে যাবে।

মুখে দরসে ফয়যানে সুন্নাত কি তাওফীক
মিলে দিন মে দু মরতবা ইয়া ইলাহী!

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! ফয়যানে সুন্নাত প্রথম খন্ড থেকে বর্ণিত ঐ ঘটনা থেকে জানা গেলো যে, মুসলমানদের প্রতি সুধারণার অনেক বরকত রয়েছে। সুধারণা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সুধারণা করা, ভাল খেয়াল। উদাহরণস্বরূপ; অমুক ব্যক্তি অনেক নেককার, আমার মুর্শিদ আল্লাহ তাআলার ওলি, আমার নিগরান অনেক নেক আমলকারী ইত্যাদি।

সুধারণার বরকত সমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসাফিরখানার মালিক ডাকাত দলের প্রতি সুধারণা রেখেছেন, তাদের খুব সেবা-যত্ন করেছেন এবং তাদের উচ্ছিষ্ট খাবার তাবাররুক হিসেবে তার পঙ্গু বাচ্চার শরীরে মালিশ করালেন, তখন আল্লাহ তাআলা তার সুধারণার বরকতে তার পঙ্গু বাচ্চাকে সুস্থ করে দিলেন। এটা সুধারণারই বরকত যে, ডাকাতে পুরো দল তাওবা করে নেকীর রাস্তায় ফিরে এলো, আর তাতে অটল ছিলে। হায়! আমাদেরও প্রতিটি মুসলমানের প্রতি সুধারণা রাখার সৌভাগ্য নসীব হয়ে যেতো। হায়! নিগরানের প্রতি সুধারণা রাখার সৌভাগ্য নসীব হয়ে যেতো। আমীন!

আমী না মুখে ওয়াস-ওয়াসে আউর গন্দি খেয়ালাত,
দে জেহেন কা আউর দিল কা খোদা কুফলে মদীনা।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে এটাও জানা গেলো, যখন একজন সাধারণ মুসলমানের উচ্ছিষ্টের মধ্যে শিফা রয়েছে, তখন একজন নেককার মুত্তাকী, পরহেযগার আল্লাহ তাআলার ওলির উচ্ছিষ্টের মধ্যে বরকতের কেমন সামুদ্রিক উচ্ছাস হবে।

প্যারালাইসিস থেকে সাথে সাথে আরোগ্য লাভ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সালাত ও সুন্নাতে বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মহলের (পরিবেশের) মধ্যে রমযানের শেষ দশদিন মসজিদে ইজতিমায়ী ইতিকাহের ব্যবস্থা করা হয়। যেখানে ইতেকাফকারীদের সুন্নাতে ভরা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সমাজের অনেক বিগড়ে যাওয়া ব্যক্তি ইতিকাহের সময় গুনাহ থেকে তাওবা করে নতুন জীবনের সূচনা করে। অনেক সময় আল্লাহ তাআলার দয়ায় ঈমান তাজাকারী বিস্ময়কর ঘটনাও প্রকাশিত হয়ে যায়।

যেমন- রমযানুল মোবারক ১৪২৫হিজরীর ইজতিমায় ইতিকাহফের মধ্যে দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনা করাচীর মধ্যে যেখানে কমপক্ষে ২০০০ ইতিকাহফকারী ছিল। তাদের মধ্যে জিলা চাকওয়াল, পাঞ্জাব, পাকিস্তানের ৭৭ বছরের বৃদ্ধ হাফেজ মুহাম্মদ আশরাফ সাহেবও ইতিকাহফে ছিলেন। হাজিয সাহেবের হাত ও মুখ বিকলাঙ্গ ছিল, আর তিনি শ্রবনশক্তিও হারিয়ে বসেছিলেন। তিনি খুবই দৃঢ় আকীদার ছিলেন। তিনি একবার ইফতারের খাবারের সময় সুধারণা সহকারে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আন্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর উচ্ছিষ্ট খাবার নিয়ে খেলেন এবং তাতে ফুক ও দিয়ালেন। তার সুধারণায় কাজ হয়ে গেলো। আল্লাহ তাআলার দয়া জোশে এলো, আল্লাহ তাআলা তাকে সুস্থতা দার করলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তার অর্ধাঙ্গ রোগ (প্যারালাইসিস) চরে যেতে লাগলো। তিনি হাজারো ইসলামী ভাইদের সামনে ফয়যানে মদীনার মধ্যে উঠে তার সুস্থতার কথা শুনিযে দিলেন। এই সুসংবাদ শুনে 'আল্লাহু আল্লাহু' 'আল্লাহু আল্লাহু' এর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হলো। ঐ সময় অনেক সংবাদপত্রে এই খবরকে বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করা হয়।

দা'ওয়াতে ইসলামী কি কাইয়ুম, দুনো জাহা মে মাচ জায়ে ধূম,
ইছ পে ফিদা হো বাচ্চা বাচ্চা, ইয়া আল্লাহ! মেরী ঝুলি ভরদে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেহেতু আমাদের এটা জানা নেই যে, কোন্ ব্যক্তি আল্লাহুর ওলি ও তাঁর নৈকট্যপূর্ণ বান্দা, এই জন্য আমাদের প্রতিটি মুসলমানের উচ্ছিষ্ট খাবারের সম্মান করা উচিত। কিন্তু আফসোস! আমাদের সমাজে রীতিমতো অন্যান্য অনেক শরীয়াত বিরোধী প্রথার মতো বেঁচে যাওয়া খাবার ও পানীয় নষ্ট করার প্রবনতা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে আল্লাহুর পানাহ! ফ্যাশন হতে চলেছে। চতুর্দিকে খাবারের অসম্মানের হৃদয় বিদারক দৃশ্য, ঘরোয়া অনুষ্ঠান হোক বা বুয়ুর্গানে দ্বীনদের رَحْمَةُ اللهِ السَّلَامُ ফাতিহার তাবাররুক, সেমা মাহফীল হোক বা বিয়ের অনুষ্ঠানে।

চতুর্দিকে খাবার নষ্ট করার বেদনা দায়ক দৃশ্য, খালাতে বেঁচে যাওয়া সামান্য পরিমাণ খাবার, পেয়ালা, হাড়ি পাতিলের বেঁচে যাওয়া ঝোল, প্লেটে বেঁচে যাওয়া তরকারী এবং রুটির বেঁচে যাওয়া ব্যবহার যোগ্য পার্শ্ব ও টুকরা দ্বিতীয়বার ব্যবহার করার মন-মনসিকতা অধিকাংশ লোকের নেই বললেই চলে। এভাবে অনেক বেঁচে যাওয়া খাবার সাধারণত ডস্টবিনে (DustBin) ফেলে দেওয়া হয়, অথচ এটা অপচয়। এ কারণে আজ পর্যন্ত যতটুকু অপচয় করা হয়েছে তার থেকে তাওবা করে নিন এবং আগামীতে একটি কণা বা একফোটা ঝোলও যেন অপচয় না হয় এর জন্য প্রতীজ্ঞা করুন। স্মরণ রাখবেন! এ ধরণের অপচয়, যা সম্পদ নষ্ট করা পাওয়া যায় এটা হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ।

এমনি ভাবে গ্লাসের মধ্যে মুসলমানের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেঁচে যাওয়া পানি বা ঐ অবশিষ্ট পানীয় ব্যবহার যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ফেলে না দেওয়া উচিত। বর্ণিত রয়েছে; **سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ شِقَاءٌ** অর্থাৎ- মুসলমানের উচ্ছিষ্টে শিফা রয়েছে। (আল ফাতাওয়াল পিকহিয়াতুল কুবরা লিইবনে হাজর হায়তামী, ৪র্থ খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা) মুসলমান ভাইয়ের উচ্ছিষ্ট ব্যবহার করার মধ্যে যেখানে শিফার আশা করা যায়, তেমনি ভাবে একে অপরের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বোধ সৃষ্টি, ভালবাসা বৃদ্ধি, অহংকারের মতো রোগ থেকে বাঁচা, নশ্রতা ও বিনয়ী সৃষ্টি করার পাশাপাশি গুনাহ থেকে ক্ষমা পাওয়ার সুসংবাদ রয়েছে। জি, হ্যাঁ! যেমনি ভাবে-

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: “বিনয়ের একটি নিদর্শন এটাই, যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের বেঁচে যাওয়া পানি পান করে নেয়, আর যে তার ভাইয়ের উচ্ছিষ্ট পানীয় পান করে নেয় তার ৭০টি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়, ৭০টি গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং তার জন্য ৭০টি নেকী লিখা হয়।”

(কানযুল উন্মাল, কিতাবুল আখলাক, কিসমুল আকওয়াল, ৩য় খন্ড, ৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৭৪৫)

মারহাবা! মুসলমান ভাইয়ের উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ বেঁচে যাওয়া পানি পান করে নেওয়া বিনয়ীও নশ্রতার নিদর্শন। মুসলমান ভাইয়ের উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ বেঁচে যাওয়া পানি পান করে নেওয়া ৭০টি মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ,

মুসলমান ভাইয়ের উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ বেঁচে যাওয়া পানি পান করে নেওয়া ৭০টি গুনাহ মুছে যাওয়ার কারণ, মুসলমান ভাইয়ের উচ্ছিষ্ট ৭০টি নেকী লিখার কারণ।

গুনাহো ছে মুঝ কো বাঁচা ইয়া ইলাহী!

বুরে আদতে ভি ছোড়া ইয়া ইলাহী!

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

হলুদ চেহারা বিশিষ্ট মুচী

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব “উয্বুনুল হিকায়াত” প্রথম খন্ড, ১৬৬ নং পৃষ্ঠায় ৭৪ নাম্বার ঘটনায় বর্ণিত রয়েছে; হযরত সায়্যিদুনা খুল্দ বিন আইয়ুব رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “বনি ইসরাঈলের এক আবিদ পাহাড়ের চূড়ায় ৬০ বছর আল্লাহ তাআলার ইবাদত করেছিলেন। এক রাতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন, কোন বক্তা বলছিল: অমুক ব্যক্তি তোমার থেকে ইবাদত পরায়ন বেশি এবং তার পদ মর্যাদা তোমার থেকে বেশি। যখন সে আবিদ ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন, তখন স্বপ্নের ব্যাপারে চিন্তা করলেন। আর নিজেই বলতে লাগলেন: এটা তো সাধারণ একটা স্বপ্ন, এটার আরকি নিশ্চয়তা। এই জন্য তিনি স্বপ্নের প্রতি ঙ্গক্ষেপ করেননি। কিছু দিন পর তাকে পুনরায় একিভাবে বলা হলো: অমুক মুচী তোমার থেকে উত্তম। কিন্তু তিনি এই বারও স্বপ্নের প্রতি মনযোগ দিলেন না। তৃতীয়বার পুনরায় তাকে একিভাবে বলা হলো। বারবার যখন স্বপ্নে ঐ মুচীর মর্যাদার ব্যাপারে বলা হলো, তখন তিনি পাহাড় থেকে নেমে ঐ মুচীর কাছে গেলেন। মুচী যখন তাকে দেখলেন, তখন তার কাজ ছেড়ে দিয়ে সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং খুব বিশ্বাসের সাথে ঐ আবিদের হাতে চুমু খেতে লাগলেন, তারপর বললেন: ছয়ুর! আপনাকে কোন্ বিষয়টি ইবাদতখানা থেকে বের করতে বাধ্য করলো? ঐ আবিদ বলতে লাগলো: আমি তোমার কারণে এখানে এসেছি। আমাকে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার দরবারে তোমার মর্যাদা আমার থেকে বেশি। সেই কারণে আমি তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। আমাকে বলা সেটা কোন্ আমল, যার কারণে তোমার মর্যাদা আল্লাহ তাআলার দরবারে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে?

ঐ মুচী নিশুপ রইলো। এমনকি সে তার আমলের ব্যাপারে বলতে গড়িমসি করতে লাগলো। তারপর বললো: আমার তো তেমন বিশেষ কোন আমল নেই। হ্যাঁ! এতটুকু অবশ্যই রয়েছে যে, আমি সারা দিন হালাল রিযিক অর্জনে ব্যস্ত থাকি এবং হারাম সম্পদ থেকে বেঁচে থাকি। তারপর আল্লাহ তাআলা আমাকে যা রিযিক দেন, তা থেকে অর্ধেক তার রাস্তায় দান করি এবং আর অর্ধেক আমার পরিবার পরিজনের জন্য খরচ করে থাকি। দ্বিতীয় আমল হলো; আমি অধিক পরিমাণে রোযা রাখি এছাড়া আমার অন্য কোন আমল নেই যা আমার ফযীলতের কারণ হতে পারে। এটা শুনে আবিদ ঐ নেককার মুচীর কাছ থেকে চলে গেলেন এবং পুনরায় ইবাদতে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। কিছু দিন পর তাকে পুনরায় স্বপ্নে বলা হলো; ঐ মুচী থেকে জিজ্ঞাসা করো; কোন জিনিসের ভয়ে তার চেহারা হলুদ বর্ণের হয়েছে? এজন্য ঐ আবিদ পুনরায় ঐ মুচীর কাছে আসলো এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলো: তোমার চেহারা হলুদ বর্ণের কেন? তুমি কোন জিনিসের ভয় ধারণ করে রেখেছো? মুচী উত্তর দিলো: যখন আমি কোন ব্যক্তিকে দেখি, তখন আমার ধারণা হয় যে, এই ব্যক্তি আমার থেকে উত্তম, এ জান্নাতী, আমি জাহান্নামের অধিকারী, আমি আমাকে সবচেয়ে ছোট মনে করি এবং আমি আমিকে সবচেয়ে গুনাহগার মনে করি। আমি সব সময় অন্তরে জাহান্নামের ভয় ধারণ করে রাখি। ব্যাস! এই কারণেই আমার চেহারা হলুদ বর্ণের হয়ে গেছে। ঐ আবিদ পুনরায় তার ইবাদতখানায় ফিরে গেলেন।

হযরত সায্বিদুনা খুল্দ বিন আইয়ুব رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: ঐ মুচীকে ঐ ইবাদত পরায়ন ব্যক্তির উপর এজন্য ফযীলত দেওয়া হয়েছে যে, সে অন্যের তুলনায় নিজেকে ছোট মনে করে এবং নিজেকে ছাড়া সবাইকে জান্নাতী মনে করে। আল্লাহ তাআলার রহমত তাদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِيْنَ بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পাহাড়ের চূড়ায় ৬০ বছর পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদতকারী থেকে বড় একজন মুচীর বড় ইবাদত পরায়ন ও বড় মর্যাদা অর্জিত হলো। ঐ নেক ও পূন্যবান মুচীর বৈশিষ্ট্য কি ছিলো?

তিনি সারাদিন হালাল রিযিক উপার্জন করতেন, হারাম থেকে বাঁচতেন, তারপর অর্ধেক সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় সদকা করে দিতেন। দ্বিতীয় আমল ঐ নেক ও পূন্যবান মুচীর এটাই ছিলো যে, তিনি বেশি পরিমাণে রোযা রাখতেন, আর বিশেষ করে ঐ আমল যেটার ভিত্তিতে ঐ নেক ও পূন্যবান মুচীকে ৬০ বছর পর্যন্ত ইবাদতকারী আবিদ থেকে বেশি সম্মান দেওয়া হয়েছে, ঐ বিশেষ আমল হলো এটাই যে, তিনি সবার প্রতি সুধারণা রাখতেন এবং সকলকে নিজের থেকে ভালো জানতেন। নিজেকে ছাড়া সবাইকে জান্নাতী মনে করতেন, আর তার নিজের অবস্থা এমনি ছিলো যে, জাহান্নামের ভয়ে নিজের চেহারা হলুদ বর্ণের হয়ে গেলো।

তেরে খওফ ছে তেরে ডর ছে হামেশা,
মে থরথর রহো কাঁপতা ইয়া ইলাহী!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুধারণা এমন এক সু উচ্চ ইবাদত। বুকো আমাদের কম্পনরত অন্তর ও আমাদের আমল নামায় নেকী বেড়ে যাওয়ার কারণ হয়ে যায়। বা গুনাহ বৃদ্ধিতে বাধা প্রদানে অংশগ্রহণ করবে। যখন হাশরের ময়দানে হাত, পা, কান, চোখ ইত্যাদি থেকে হিসাব নেওয়া হবে, তখন এই অন্তরও ঐ সব অঙ্গের সাথে অংশগ্রহণ করবে। যদি মুসলমানদের প্রতি ভালো ধারণা রাখা যায়, তবে এই অন্তর ও আমাদের নেকী বৃদ্ধিতে কারণ হবে। আর যদি কোন কারণ ছাড়া মুসলমানের প্রতি খারাপ ধারণা করা হয়, তবে মনে রাখবেন! এ ব্যাপারেও পাকড়াও করার ভয় রয়েছে। যেমন- ১৫ পারা সূরা বনি ইসরাঈল ৩৬নং আয়াতের মধ্যে ইরশাদ হচ্ছে;

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَ الْفؤَادَ كُلُّ
أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয়ই কান, চোখ ও হৃদয় এগুলোর প্রত্যেকটা সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।

দিল কি তিমার হামারা করতা,
আপ ভিমার হে কিয়া হোনা হে?

সায়িদী আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: ঐ অন্তর যার মধ্যে সম্পূর্ণ শরীরের কল্যাণ কামনার বিদ্যমান থাকে।

যদি কোন অপেক্ষের কষ্ট হয়, তবে অন্তর তৎক্ষণাৎ পেরেশান হয়ে যায়। আর আমাদের অবস্থা এটাই যে, আমাদের অন্তর নিজেই গুনাহ করে করে অসুস্থ হয়ে গেছে, তাহলে এই অন্তর কিভাবে আমাদের যত্ন ও কল্যাণকামী হবে। আল্লাহ তাআলাই জানেন, আমাদের কি হবে?

আশিকে আ'লা হযরত, আমীরে আহলে সুন্নাত **وَأَمَّا بِرَكَاتِهِمْ الْعَالِيَةِ** বলেন:

কুলব পাথর ছে ভি সখতি মে বড়া জা-তা হে,
খওল পর খওল সিয়াহি কা ছড়া জা-তা হে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! স্মরণ রাখবেন! আর খুব স্মরণ রাখবেন! এই ধ্বংসযজ্ঞ দুনিয়ার মধ্যে নিজের সংক্ষিপ্ত জীবন অতিবাহিত করার পর আমাদেরকে এককাকী অবস্থায় থাকতে হবে। তারপর যখন আমরা হাশরের ময়দানে আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত হবো, তখন আমাদের নিজেদের প্রতিটি আমল নিজের আমল নামায় লিখা দেখানো হবে। যেমনি ভাবে কুরআনে করীমের ৩০ পারা সূরা যিলযালের ৬, ৭, ৮ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا
لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۗ فَمَنْ يَعْمَلْ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۗ وَمَنْ
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঐ দিন মানুষ আপন প্রতিপালকের প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে বিভিন্ন রাস্তা ধরে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সমূহ দেখানো হবে। সুতরাং যে অনু পরিমাণ সৎকাজ করবে সে তা দেখতে পাবে, এবং যে অনু পরিমাণ মন্দকাজ করবে সেও তা দেখতে পাবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা জানি না, আল্লাহ তাআলার দরবার থেকে আমাদের ক্ষমা হওয়ার হুকুম হবে, নাকি আল্লাহর পানাহ! জাহান্নামে যাওয়ার হুকুম দেওয়া হবে।

গর তো না-রাজ হোয়া মেরী হালাকাত হো গি, হায়! মে না-রে জাহান্নামে মে জ্বলুগা ইয়া রব!
আ'পন্ব কর অর ছদা কেলিয়ে রাজি হো জা, গর করম কর দে তো জান্নাত মে রহুগা ইয়া রব!

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব “আল্লাহ্ ওয়ালো কি বাতে” ২য় খন্ডে বর্ণিত রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা বকর বিন আব্দুল্লাহ্ মুযানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ যখন কোন বৃদ্ধ লোককে দেখতেন, তখন বলতেন: এ আমার চেয়ে ভালো এবং আমার থেকে প্রথমেই আল্লাহ্ তাআলার ইবাদত করার মর্যাদা রাখেন। যখন কোন যুবককে দেখতেন, তখন বলতেন: এ আমার চাইতে ভালো। কেননা, আমি এর থেকে বেশি গুনাহে নিমজ্জিত। এমনকি এটাও বলতেন: নিজের উপর এমন কাজ আবশ্যিক করে নাও যে, যদি তা পালন করো তবে সাওয়াবের অধিকারী হবে, আর যদি আমল না করো তবে গুনাহগার হবে না। আর এমন কাজ থেকে বেঁচে থাকো, যদি তা করো তবে কোন সাওয়াব পাবে না। আর যদি এতে থেকে যাও তবে গুনাহগার হবে। জিজ্ঞাসা করা হলো: সেটা কি? বললেন: মানুষের প্রতি খারাপ ধারণা করা। যদিও তোমাদের ধারণা সঠিকও হয়, তাহলেও এতে কোন তোমাদের জন্য সাওয়াব ও প্রতিদান নেই। আর যদি ধারণা খারাপ হয়, তাহলে গুনাহগার হবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্‌ওয়ালার শানে উৎসর্গ হয়ো যান! কিভাবে নিজেকে নিজে মুসলমানদের প্রতি খারাপ ধারণা থেকে বাঁচার এবং সুধারণার ব্যবস্থা করে নিতেন। হায়! আমাদেরও তাঁদের সদকায় খারাপ ধারণা থেকে বেঁচে প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সুধারণা রাখার সৌভাগ্য নসীব হয়ে যায়।

২৬ পারা সূরা হুজুরাতের ১২নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ
কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা বহুবিধ অনুমান থেকে বিরত থাকো, নিশ্চয়ই কোন কোন অনুমান পাপ হয়ে যায়।

এই আয়াতে মোবারকার মধ্যে কিছু ধারণা গুনাহ হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ লিখেন: কেননা, কিছু ব্যক্তির কাজ অনেক সময় দেখতে মন্দ মনে হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এমনটি নয়। সম্ভবত সম্পাদনকারী ভুল করেছে বা প্রত্যক্ষকারী স্বয়ং ভুলের মধ্যে রয়েছে।

(তাকসীরে কবীর, ১০ম খন্ড, ১১০ পৃষ্ঠা)

মুঝে গীবত ও চুগলী ও বদ-গুমানী,
কি আ-পত ছে তু বাঁচা ইয়া ইলাহী!

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ইসরাঈলী ইবাদত পরায়ন ও গুনাহগার!

বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি অনেক বড় গুনাহগার ছিলো। একবার অনেক বড় ইবাদত পরায়নের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিলো, যার উপর মেঘের ছাঁয়া ছিলো। ঐ গুনাহগার ব্যক্তি মনে মনে চিন্তা করলো; আমি বনী ইসরাঈলের সর্বশ্রেষ্ঠ গুনাহগার, আর ইনি অনেক বড় ইবাদত পরায়ন লোক। যদি আমি তার পাশে বসি তবে আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাআলা আমার উপর দয়া করবেন। এটা চিন্তা করে তিনি এ আবিদের পাশে বসে গেলেন। আবিদ তার বসাটা পছন্দ করলোনা। সে মনে মনে ভাবলো: কোথায় আমি একজন ইবাদত পরায়ন, আর কোথায় এই নিম্ন পর্যায়ের গুনাহগার, সে আমার পাশে কিভাবে বসতে পারে। অতঃপর সে খুবই হিনমন্যতার সাথে ঐ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বললেন: এখান থেকে উঠে যাও, ঐ মূহর্তে আল্লাহ তাআলা সে সময়ের নবীর উপর ওহী পাঠালেন যে, ঐ দুইজনকে বলে দাও, তারা যেন তাদের আমল নতুন করে শুরু করে। আমি ঐ গুনাহগারকে (সুধারণার ফলে) ক্ষমা করে দিয়েছি, আর ইবাদত পরায়ন ব্যক্তিকে (তার অহংকারের কারণে) তার আমল নষ্ট করে দিলাম। (ইহুইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ৪২৯ পৃষ্ঠা)

ফখর ও গোরুর ছে তু মুঝে বাঁচানা,
ইয়া রব! মুঝে বানা দে পায়কর তো আজিযি কা। (ওয়াসায়িরে বখশিশ)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! ইবাদত পরায়ন গুনাহগারকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছিলো, তখন তার অহংকারের কারণে তার ইবাদত নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আর ঐ গুনাহগার আবিদকে ভাল জেনেছিলো, আর তার এই সুধারণার বরকতে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুনাত **وَأَمَّا بِرَكَاتِهِمْ الْعَالِيَةِ** বলেন: সুধারণায় কোন ক্ষতি নেই, আর খারাপ ধারণায় কোন লাভ নেই।

ধারণার পরিচিতি

স্মরণ রাখবেন! প্রত্যেক এ ধারণা যেটা কোন প্রকাশ্য নিদর্শনের মাধ্যমে অর্জন হয়। তাকে ধারণা বলে উদাহরনস্বরূপ ধোঁয়া উঠতে দেখে আঙনের ধারণা করা এটাও একটা ধারণা। (মুফরদাতে ইমাম রাগেব, ৫০৯ পৃষ্ঠা)

ধারণার প্রকারভেদ

ধারণা দুই প্রকার: (১) সুধারণা, (২) খারাপ ধারণা।

সুধারণার পরিচিতি

সুধারণা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: **إِغْتِقَادُ الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ** অর্থাৎ মুসলমানের হকের মধ্যে কল্যাণ ও ভাল বিশ্বাস করে নেওয়া। (মিরকাতুল মাফাতিহ, কিতাবুল আদাব, বাবু মা ইয়ানহা আনুহ মিনাত তাহাজ্জীর, ৮/৭৭৯) যেমনি ভাবে কাউকে জামায়াতের সময় মসজিদ থেকে বের হতে দেখে এটা ধারণা করা যে, হয়ত তার অযু ভেঙ্গে গেছে। বা অন্য কোন শরয়ী অক্ষমতা উপস্থিত হয়েছে।

সুধারণার হুকুম

সদরুল আফযীল হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** ধারণার প্রকার ও তার হুকুম বর্ণনা করে বলেন: ধারণার অনেক প্রকার রয়েছে; একটা ওয়াজীব, যেটা আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালো ধারণা রাখা। একটা মুস্তাহাব, পূন্যবান মু'মিনের প্রতি ভালো ধারণা রাখা। একটা নিষেধ ও হারাম, সেটা হলো; আল্লাহ তাআলার প্রতি খারাপ ধারণা ও মু'মিনের প্রতি খারাপ ধারণা করা। একটা জায়েয, ফাসিকে মুলয়িনের প্রতি এমন ধারণা করা যেরূপ কাজ তার থেকে প্রকাশিত হয়। (খাযায়েনুল ইরফান, পারা- ২৬, সূরা- হুজুরাত, আয়াত- ১২)

সুধারণার ব্যাপারে হাদীস শরীফ

(১) “ إِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ مِنَ الْإِيمَانِ ” অর্থাৎ নিশ্চয়ই ভালো ধারণা রাখা ঈমানের অংশ ।” (তাক্বীমীয়ে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা, আয়াত “ان بعض الظن اثم”)

(২) রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কা'বাকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন: “তুমিও তোমার সৌন্দর্য্য কতইনা উত্তম, তুমি কতই সম্মানিত এবং তোমার সম্মান কতই সু-উচ্চ! ঐ সত্তার শপথ! যার কুদরতী হাতে আমি মুহাম্মদ (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) এর প্রাণ! আল্লাহ্ তাআলার কাছে মু'মিনের জান, মাল এবং তার ভালো ধারণা রাখার সম্মান তোমার সম্মানের চেয়েও বেশি ।” (সুনানে ইবনে মাজাহ, আবওয়ালুল ফিতন, বাব হরমাতু দমুল মু'মিন ও মালুহ, ৪র্থ খন্ড, ৩১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৯৩২)

(৩) “ حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ ” অর্থাৎ সুধারনা একটি উত্তম ইবাদত ।”

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাব ফি হুসনিয়-যন, ৪র্থ খন্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৯৯৩)

বর্ণিত শেষ হাদীসের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর হাকীমুর উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁ রَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: মুসলমানের প্রতি ভালো ধারণা করা এবং তার প্রতি খারাপ ধারণা না করাও উত্তম ইবাদতের মধ্যে থেকে এক ইবাদত ।

(মিরআতুল মানাযিহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬২১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে কোন মুসলমানের প্রতি সুধারণা রাখা নেকী। কিন্তু অভিশপ্ত শয়তান আমাদেরকে এটা থেকে দূরে রাখতে ভরপুর চেষ্টা করবে এবং একের পর এক কাজ করবে যাতে আমরা যেকোন ভাবে খারাপ ধারণায় লিপ্ত হতে পারি। অনেক সময় শয়তান কোন মুসলমানের ব্যাপারে খারাপ ধারণা সৃষ্টির জন্য এমনি ভাবে ধোঁকা দিয়ে থাকে যে, এটা তোমার সাবধানতা ও মন-মানসিকতা, এবং তুমি তো মু'মিন আর আল্লাহ্ তাআলার নূর দিয়ে দেখে থাকে। তুমি তোমার বিচক্ষণতার মাধ্যমে বাস্তবতার আলোকে বের করেছেন। অথচ প্রকৃত পক্ষে সে ঐ সময় শয়তানের প্রতারণার শিকার হয়ে খারাপ ধারণার গুনাহের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যাবে। এমনি ভাবে ফোনে কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার সময় এক দুইবার জাওয়াব না পেলে তখন সুধারণা করা যেতে পারে। কিন্তু সময়ে সময়ে অনেকবার ফোন করার পর যখন অপর পক্ষ থেকে ফোন রিসিভ না হয়, তখন খারাপ ধারণা,

গীবত, অপবাদ ও মনে কষ্ট দেওয়ার ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে কেউ যদি ভালো ধারণা রাখে, খারাপ ধারণা থেকে বাঁচে এবং সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে নেকীর দাওয়াত দিয়ে দেয়, তবে তাকেও খারাপ ভাবে ধমক দেওয়া হয়। অথচ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন কিছু স্পষ্টভাবে সামনে আসবে না আমাদের ভালো ধারণা রাখা উচিত।

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুনাত দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এমন পরিস্থিতি ভালো ধারণা রাখার শিক্ষা দিয়ে বলেন:

মোবাইল ফোন

আপনি কাউকে কয়েকবার বরং ১০০বার ফোন বা SMS বা ই-মেইল করলেন, কিন্তু উত্তর পাননি, তখনো মুসলমান ভাইয়ের সাথে ভালো ধারণার মাধ্যমে উত্তম ইবাদত করে সাওয়াব অর্জন করুন এবং নিজের ভিতর এই মন-মানসিকতা তৈরী করুন জবাব না দেওয়াতে তার কোন না কোন অক্ষমতা ছিলো। এমনকি এই মাসয়ালার প্রতি দৃষ্টি দিন যে, কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবে ফোন রিসিভ করলোনা বা SMS ই-মেইলের উত্তর দিলোনা, তবে শরয়ী ভাবে কোন গুনাহগার হবে না, অন্যথায় আপনি যাদেরকে ফোন দিয়েছো তারা বারবার গুনাহগার হতে থাকবে। আপনিও তো কারো না কারো ফোন রিসিভ করতে পারেন না। কিন্তু আফসোস! ফোন রিসিভ না করলে শয়তান অনেক লোককে অনেক সময় সব কিছু ভুলিয়ে রাগে নিয়ে আসে। এজন্য ঠান্ডা মাথায় কাজ করুন। যদি আপনি রাগের মধ্যে ধৈর্যহীন হয়ে যান, তবে গীবত, অপবাদ এবং খারাপ ধারণার মতো ভরপুর বাক্য মুখ থেকে বের হতে পারে। (গীবত কি তাবাহকারিয়া, ৩৯১ পৃষ্ঠা)

ফোন রিসিভ করে সাওয়াব অর্জন করুন

ফোন রিসিভকারীদের মাদানী ফুল দিয়ে বলেন: নিঃসন্দেহে প্রত্যেক ব্যক্তির ফোন রিসিভ করা ওয়াজীব নয় ঠিক, কিন্তু মুসলমানের অন্তর খুশি এবং তাকে গীবত, অপবাদ এবং খারাপ ধারণা ইত্যাদি গুনাহ থেকে বাঁচানোর জন্য

ভাল ভাল নিয়ত সহকারে তাড়াতাড়ি ফোন রিসিভ করুন এবং SMS উত্তর দিয়ে দিন। হয়তোবা ফোনকারীর ইমারজেন্সি হতে পারে। যদি আপনি কঠোর অক্ষমতার কারণে ঐ সময় ফোন রিসিভ করতে না পারেন, তবে পরে নিজেই তাকে ফোন করুন এবং তার অন্তর খুশি করে আখিরাতের নেকীর হকদার হোন। মুসলমানদের মন খুশি করার কথা কি বলবো: যেমন- দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৭৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “জান্নাত মে লে জানে ওয়ালে আ'মাল” এর ৫৩৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: হযরত সাযিয়্যুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, শাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “আল্লাহু তাআলার কাছে ফরয আদায় করার পর সব থেকে উত্তম আমল মুসলমানদের মন খুশি করা।”

(আল মু'জামুল কবীর লিত তাবারানী, ১১তম খন্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১১০৭৯)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মোবাইল ফোন ছাড়াও অন্যান্য ভাবেও খারাপ ধারণা অন্তরে জায়গা দেওয়া হয়, অথচ অধিকাংশ জায়গায় সুধারণার মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করে সাওয়াব অর্জন করুন। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ বলেন: সুধারণায় কোন ক্ষতি নেই, আর খারাপ ধারণায় কোন উপকার নেই। আসুন! সুধারণার অভ্যাসকে মজবুত করার জন্য সুধারণার উপকার এবং খারাপ ধারণার ক্ষতি শূনি:

সুধারণার উপকার

সুধারণা প্রতিষ্ঠায় অনেক উপকার রয়েছে:

- (১) সুধারণার বরকতে বান্দা খারাপ ধারণা থেকে বেঁচে বিপুল সাওয়াব অর্জন করেন।
- (২) সুধারণার প্রতিষ্ঠা করার বরকতে একজন মুসলমান ভাইয়ের সম্মান সুরক্ষিত থাকে।

- (৩) যে তার মুসলমান ভাইয়ের প্রতি সুধারণা রাখে, তার অন্তরে প্রশান্তি অর্জন হয়। আর যে খারাপ ধারণার অভ্যাসে লিপ্ত হয়, তার অন্তর ভীতির বসতি স্থাপিত হয়।
- (৪) সবচেয়ে বড় কথা হলো সুধারণা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে বান্দার আল্লাহ তাআলা ও তাঁর মাদানী হাবীব ﷺ এর সন্তুষ্টি অর্জন হয়।

খারাপ ধারণার ক্ষতি

খারাপ ধারণার অনেক ক্ষতি রয়েছে তার মধ্যে থেকে কিছু প্রদত্ত:-

- (১) সম্মুখস্থ ব্যক্তির উপর যদি খারাপ ধারণা করা হয়, তবে তার অন্তরে কষ্ট পাওয়ার মারাত্মক সম্ভাবনা রয়েছে এবং শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া মুসলমানের মনে কষ্ট দেয়া হারাম।
- (২) যদি তার অনুপস্থিতিতে অন্য করো কাছে প্রকাশ করা হয়, তবে গীবত হয়ে যাবে, আর মুসলমানের গীবত করা হারাম।
- (৩) খারাপ ধারণার মাধ্যমে চরবৃত্তি সৃষ্টি হয়। কেননা, অন্তর সাধারণ ধারণার উপর ধৈর্যধারণ করে না, বরং অশ্বেষণ করে। যার কারণে মানুষ চরবৃত্তিতে পড়ে যায়, আর চরবৃত্তি অর্থাৎ মুসলমান ভাইয়ের গুনাহের পিছনে লেগে থাকা নিষেধ।
- (৪) খারাপ ধারণার মাধ্যমে রাগ, হিংসা, ঘৃণা, শত্রুতার বাতেনী রোগ সৃষ্টি হয়।
(ফতহুল বারী, ১০তম খন্ড, ৪১০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬০৬৬)
- (৫) কথায় কথায় খারাপ ধারণাকারী লোকদের প্রতি মানুষ কাতরায়, আর এই ধরণের লোক মানুষের দৃষ্টিতে কটু হয়ে থাকে।

খোদা ইয়া আতা কর দে রহমত কা পানি,
রহে ক্বালব উজ্জ্বালা ধুলে বদ-গুমানি।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

সুধারণা ধারণ করার পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুধারণার অভ্যাসের জন্য কিছু পদ্ধতি শুনে নিন:

{১} মুসলমানের সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি রাখুন

মুসলমানের বক্র স্বভাবের অনুসন্ধান না করে তার সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি দিন। গীবতকারীরা, চোগলখোরেরা এবং পবিত্র লোকদের ত্রুটি অন্বেষণকারীদের আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন কুকুরের আকৃতিতে উঠাবে।

(আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩য় খন্ড, ৩২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১০)

{২} যদি খারাপ ধারণা এসে যায়, তবে মনোযোগ সরিয়ে নিন

যখনি কোন মুসলমানের ব্যাপারে অন্তরে কোন খারাপ ধারণা আসে, তবে তা তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিন এবং তার ব্যাপারে ভালো ধারণা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করুন। উদাহরণস্বরূপ; কোন ইসলামী ভাইকে নাত বা বয়ান শুনে কান্না করতে দেখে আপনার অন্তরে তার ব্যাপারে রিয়াকারীর খারাপ ধারণা যদি সৃষ্টি হয়, তবে তাড়াতাড়ি সে একনিষ্ঠতার সাথে কান্না করার সুধারণা প্রতিষ্ঠা করুন। প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত সাযিদুনা সাঈদ বিন মুসায়্যিব رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: **হযরত** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সাহাবীগণের মধ্য থেকে আমার কিছু ভাই আমাকে লিখে পাঠিয়েছেন যে, মুসলমান ভাইয়ের কাজকে ভালো ধারণার উপর সন্নিবেশিত করো, যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিপরীতে কোন দলীল উপস্থিত না হয়। আর কোন মুসলমান ভাইয়ের মুখ থেকে বের হওয়া বাক্যকে ততক্ষণ পর্যন্ত খারাপ ধারণা করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তাকে কোন ভালো ধারণা করে থাকো এবং যে নিজেকে নিজে অপবাদের মধ্যে উপস্থিত করে, তাকে নিজে ব্যতীত অন্য কাউকে দোষারোপ করা উচিত না।

(শ্যাবুর ঈমান, বারু ফি হুসনিল খলক, ফসল ফি তরকিল গদব, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৮৩৪৫)

{৩} নিজে নেককার হোন যাতে অন্যের দৃষ্টিতে নেক ধারণা আসে

নিজের সংশোধনের চেষ্টা অব্যাহত রাখুন। কেননা, যে নিজে নেককার হবে, সে অন্যের ব্যাপারেও ভালো ধারণা রাখবে। খারাপ লোকের কাছে অন্যের ব্যাপারে খারাপ ধারণায় আসে। আরবী বাণী হলো: **إِذَا سَاءَ فِعْلُ الْمَرْءِ سَاءَ تَكَلُّمُهُ**; অর্থাৎ যখন কারো কাজ খারাপ হয়ে যায়, তখন তার কাজও খারাপ হয়ে যায়।

(ফয়যুল কুদীর, ৩য় খন্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা)

মেরা তন সফা হো মেরা মন সফা হো,
খোদা হুসনে যন কা খাযানা আঁতা হো।

{ ৪ } কল্যাণের দোয়া করুন

যখনি কোন মুসলমানের ব্যাপারে খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয়, তখন তার জন্য ভাল দোয়া করুন এবং তার সম্মান ও মর্যাদার মধ্যে বৃদ্ধি করুন। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গায়ালী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন; যখন তোমাদের অন্তরে কোন মুসলমানের ব্যাপারে খারাপ ধারণা আসে, তখন তোমাদের উচিত তার সম্মান ও মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া ও তার জন্য ভালো দোয়া করা। কেননা, এই জিনিসগুলো শয়তানকে রাগান্বীত করে এবং সে তোমার থেকে দূরে পালিয়ে যায়। এভাবে শয়তান দ্বিতীয়বার তোমার অন্তরে খারাপ ধারণা দিতে ভয় পাবে যে, কখনো না তুমি পুনরায় আপনা ভাইয়ের সম্মান ও মর্যাদা এবং তার জন্য উত্তম দোয়ার জন্য ব্যাস্ত হয়ে যাও। (ইহুইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠা)

মুঝে গীবত ও চুগলী ও বদ-গুমানী,
কি আ-পাত ছে তো বাঁচা ইয়া ইলাহী!

{ ৫ } ভালো সংস্পর্শ গ্রহণ করুন

খারাপ সংস্পর্শ থেকে বেঁচে থেকে ভালো সংস্পর্শ গ্রহণ করুন। এতে যেমনি ভাবে অন্যান্য বরকত অর্জন হবে তেমনি ভাবে ভালো ধারণার অভ্যাস গড়ে উঠবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুধারণার অভ্যাস গড়তে এবং খারাপ ধারণা থেকে বাঁচতে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাহের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান। إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ মাদানী পরিবেশের বরকতে সর্বোচ্চ চরিত্র ধারণার বাইরে আমাদের কর্মকাণ্ডের অংশ হয়ে যাবে। নিজের শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার মধ্যে অংশগ্রহণ এবং আল্লাহর রাস্তায় সফরকারী আশিকে রাসূলদের মাদানী কাফেলায় সফর করুন।

মাদানী কাফেলায় সফরের বরকতে নিজের অতীত জীবনের ব্যাপারে চিন্তা করার সুযোগ হবে এবং অন্তর ভালো পরিণামের জন্য অস্থির হয়ে যাবে। যার ফলে সংগঠিত গুনাহের জন্য খুব বেশি লজ্জা অনুভব হবে এবং তাওবা করারও সুযোগ হয়ে যাবে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَعَوْجَل**। আশিকে রাসূলদের মাদানী কাফেলায় ধারাবাহিক সফর করার ফলে মুখ থেকে অশ্লিল বাক্য এবং অনর্থক কথার জায়গায় দরুদ শরীফ চালু হয়ে যাবে বা কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা এবং নাতে রাসূল **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর অভ্যাস হয়ে যাবে। বদ মেজাজ দূর হয়ে যাবে, তার জায়গায় নশ্তা এসে যাবে। ধৈর্যহীনতার অভ্যাস দূর হয়ে ধৈর্য কৃতজ্ঞ থাকার সৌভাগ্য অর্জন হবে। খারাপ ধারণার অভ্যাস বের হয়ে যাবে, আর সুধারণার অভ্যাস হবে। অহংকার চলে যাবে এবং মুসলমানের প্রতি সম্মানের উৎসাহ পাবে। দুনিয়ার ধন-সম্পদের লোভ পরিত্যাগ হবে, আর নেকীর প্রতি লোভ বাড়বে। মোটকথা বারবার আল্লাহ্ রাস্তায় সফরকারীর জীবনে মাদানী পরিবর্তন এসে যাবে।

গুনাহগারো আয়ো! সিয়াহ্কারো আয়ো!
 গুনাহেঁ কো দেগা ছোড়া মাদানী মহল।
 পিলা কর ময়ে ইশক দেগা বানা ইয়ে,
 তুমহে আশিকে মুস্তাফা মাদানী মহল।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

গুনাহের রোগ থেকে মুক্তি

বাবুল মদীনার (করাচী) মলির এলাকার বসবাস রত এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ; আমি এক ফ্যাশন পূজারী যুবক ছিলাম। সিনেমা-নাটক, গান-বাজনায় মগ্ন ছিলাম। প্রিয় আক্বা, মদীনা ওয়ালা মুস্তাফা **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর প্রিয় প্রিয় সুন্নাত দাঁড়ি শরীফ থেকে বঞ্চিত এবং ফরয নামায থেকে উদাসীন ছিলাম। আমাদের এলাকার মসজিদে ফয়যানে সুন্নাতের দরস হতো, সৌভাগ্য বশতঃ একদিন দরসে অংশগ্রহণ করলাম এবং ফয়যানে সুন্নাতের দরস খুব মনোযোগ সহকারে শুনতে লাগলাম। যার বরকতে ইলমে দ্বীন শিখার উৎসাহ জাগরিত হলো।

নামায, অযু, গোসল ও গোসলের ফরয সমূহ শিখার মন-মানসিকতা হলো। দরসের পরে যখন ইসলামী ভাইয়েরা একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করলো, তখন এক ইসলামী ভাই সামনে অগ্রসর হয়ে আমার সাথেও পূত-পবিত্র আকারে সাক্ষাৎ করলো এবং আমাকে ইনফিরাদী কোশিশ করে আমার ভিতর মাদানী মন-মানসিকতা সৃষ্টি করলো। আমি সময়কে গনীমত মনে করে তার কাছে শরীয়াতের মাসায়েল শিখার উৎসাহ প্রকাশ করলাম। যার উপর তিনি ভরপুর আশাশ্রিত করে খুব নম্রতার সাথে বললেন: দরসে অংশগ্রহণ করতে থাকুন **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** শিখা হয়ে যাবে। আমি এর পর থেকে দরসে অংশগ্রহণ করাটা আমলে নিলাম। একদিন শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمْ الْعَالِيَهُ** এর বয়ান “করব কি পেহলি রাত” শুনলাম, তখন আমার লোম দাড়িয়ে গেলো, আমার অন্তর নাড়া দিয়ে উঠলো। আমি আমার দুনিয়া ও আখিরাত সুন্দর করার জন্য মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। **الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ** মাদানী পরিবেশের বরকতে সুন্নাত অনুসারে জীবন অতিবাহিতকারী হয়ে গেলাম। অযু, গোসল এবং নামায সঠিক করলাম, ফরয নামাযের ধারাবাহিকতার পাশাপাশি ওমরী কাযার মন-মানসিকতা করলাম এবং নফল আদায় করার অভ্যাসও হয়ে গেলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেছেন: “যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।” (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ঘরে আসা-যাওয়ার কিছু মাদানী ফুল

(১) যখন ঘর থেকে বের হবেন তখন এই দোয়া পড়ুন:

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ অনুবাদ: আল্লাহর নামে আরম্ভ, আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি। আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতীত কোন সামর্থ্য ও শক্তি নেই। (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫০৯৫) إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ এ দোয়া পাঠ করার বরকতে সঠিক পথে থাকবে বিপদ আপদ থেকে মুক্ত থাকবে। আল্লাহর সাহায্যের আওতায় থাকবে। (২) নিজের ঘরে আসা যাওয়াতে মুহরিম মুহরিমাদেরকে, (যেমন- মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি) সালাম করুন। (৩) আল্লাহর নাম নেওয়া (যেমন- بِسْمِ اللَّهِ) বলা ব্যতীত যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করবে শয়তানও তার সাথে প্রবেশ করে, (৪) যদি এমন ঘরে (চাই নিজের খালি ঘরে হোক) যাওয়া হয় যাতে কেউ নেই তবে এভাবে বলুন: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ (অর্থাৎ- আমাদের ও আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর সালাম) ফিরিশতা এ সালামের উত্তর প্রদান করে। (দুররুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৮২ পৃষ্ঠা) অথবা এভাবে বলুন: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ (অর্থাৎ হে নবী আপনার উপর সালাম) কেননা, هَيُّرُ نَبِيٍّ كَرِيمٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর রূহ মুবারক প্রতিটি মুসলমানের ঘরে উপস্থিত থাকে। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা। শরহস শিফা লিল কারী, ২য় খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা) (৫) যখনই কারো ঘরে প্রবেশ করতে চান, তখন এভাবে বলুন: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ আমি কি ভিতরে আসতে পারি? (৬) যদি ভিতরে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া না যায়, সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে যান হতে পারে কোন অপরাগতার কারণে ভিতরে আসার অনুমতি দেয় নি। (৭) যখন আপনার ঘরে কেউ করাঘাত করে তবে সুন্নাত হচ্ছে এভাবে জিজ্ঞাসা করা কে? করাঘাতকারীর উচিত যে, নিজের নাম বলা, যেমন বলুন: মুহাম্মদ ইলইয়াস নাম বলার পরিবর্তে মদীনা, আমি! দরজা খুলুন ইত্যাদি বলা সুন্নাত নয়। (৮) উত্তরে নাম বলার পর দরজা থেকে সরে দাঁড়ান যাতে দরজা খুলতেই ঘরের ভিতরে দৃষ্টি না পড়ে, (৯) কারো ঘরে উঁকি মারা নিষেধ।

অনেকের ঘরের সামনে নিচে অন্যান্য ঘর থাকে সুতরাং ব্যালকনি ইত্যাদি থেকে দেখার সময় এদিকে খেয়াল করা উচিত যেন তাদের ঘরে দৃষ্টি না পড়ে। (১০) কারো ঘরে গেলে সেখানের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে অহেতুক মন্তব্য করবেন না, এতে তার মনে কষ্ট আসতে পারে, (১১) বিদায়ের সময় মালিকের জন্য দোয়া ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করুন এবং সালাম করে সম্ভব হলে কোন সুন্নাতে ভরা রিসালা ইত্যাদি উপহার দিন।

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “বাহারে শরীয়াত” ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব ‘সুন্নাত ও আদব’ হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা’ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী কাফেলায় আশেকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুঠনে রাহমাতে চলে কাফিলে মে চলো, হেঁ হাল মুশকিলে চলে কাফিলে মে চলো।

সিখনে সুন্নাতে চলে কাফিলে মে চলো, খতম হেঁ শা-মতে চলে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাম্প্রতিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরুদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরুদ শরীফ:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ
الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

বুয়ুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ

হযরত সায্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।” (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بَدْوَامٍ مُلْكِ اللَّهِ

হযরত আহমদ সাভী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কতিপয় বুয়ুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসুন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকটি লাভ:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো হযরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আশ্চর্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলেন তখন হযর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।” (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরুদে শাফায়াত:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْبُقْرَبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।”

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ

হযরত সাযিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, মক্কী মাদানী আক্কা, উভয় জাহানের দাতা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “এ দোয়া পাঠকারীর সন্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।”

(মাজমাউয যাওয়ালিদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত... শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْخَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ

رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। (তরীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)